কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 20 ... কলাম ... ৫ ...

# অসদুপায় অবলম্বন করে ৪০ ভাগ খুদে শিক্ষার্থী

## পিএসসি পরীক্ষা নিয়ে এডুকেশন ওয়াচের রিপোর্ট

- পরীক্ষার শেষ এক ঘণ্টা চলে অরাজকতা
- পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ৮৬ শতাংশ স্কুলেই চলে কোচিং
- চাপ বাড়ছে শিশুদের ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) পরীক্ষায় প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিলেও বাকি ৪০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে অসদুপায় অবলম্বন করে। পরিদর্শকরা এসএমএসের মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেন। এরপর প্রশ্নের উত্তর মুখে বলে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। পরীক্ষার্থীরা যেন একে অন্যের উত্তরপত্র দেখাদেখি করতে পারে সেই সুযোগও করে দেওয়া হয়। আড়াই ঘণ্টার প্রতিটি পরীক্ষার শেষ ৩০-৪০ মিনিট পরীক্ষার হলে এক ধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় পরীক্ষার্থীরা একে অন্যের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে নেয় ও দেখে দেখে লিখে। শুধু তাই নয়, পিএসসি পরীক্ষার নিবন্ধনের সময়ই দুর্বল পরীক্ষার্থীদের সবলদের মাঝখানে রেখে তালিকা তৈরি করা হয়। আর পরীক্ষকরাও বেশ উদারভাবে পিএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে গণসাক্ষরতা অভিযানের 'এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট-২০১৪' প্রকাশিত হয়। এবারের বিষয় ছিল 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে?'। গত বছরের ২৪ অক্টোবর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত গবেষণায় ১৫০টি উপজেলা ও পৌরসভা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই 'এডুকেশন ওয়াচ' রিপোর্টটি তৈরি করা হয়।

পিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় যারা ভালো করতে পারে না তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে কোচিং-প্রাইভেট পড়ানোর প্রতিজ্ঞা করিয়ে বিদ্যালয়গুলো পঞ্চম শ্রেণিতে উন্নীত করে। পিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত বছর ৮৬.৩ শতাংশ বিদ্যালয় কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেছিল। তবে ২২.৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কোচিংয়ে আলাদা ফি নেন বলে স্বীকার করেছেন। ফি নেওয়ার দিক থেকে কিন্ডারগার্টেন সবচেয়ে এগিয়ে। বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিংয়ে পড়ে ২০৬ টাকা করে লাগে। তবে বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক পাঠদান ও কোচিংয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শিক্ষা ব্যয় বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে পরীক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য যত বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে সে সমাপনী পরীক্ষায় তত বেশি ভালো করেছে। আবার মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় আর শহরে শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো করেছে। অর্থাৎ যে পরীক্ষার্থী যত বেশি ঘণ্টা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে তার সমাপনী পরীক্ষার ফল তত বেশি ভালো হয়েছে। গড়ে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

## অসদুপায় অবলম্বন করে ৪০ ভাগ খুদে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সারা বছর পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত খাতে শিক্ষা ব্যয় ছিল আট হাজার ২১২ টাকা। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৭৭ হাজার ৪৫০ টাকা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গড় ব্যয় সাত হাজার ৭৩৯ টাকা ও কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের গড় ব্যয় ১৮ হাজার ৮০৭ টাকা। ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ব্যক্তি খাতে শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে ১.০৩ শতাংশ এবং কোচিং ও প্রাইভেট খাতে বেড়েছে ১.৬১ শতাংশ।

সমাপনী পরীক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিএসসি পরীক্ষা অভিভাবকদের গর্ব ও তৃপ্তি এনে দিয়েছে। পরীক্ষাভীতি দূর হয়েছে। সনদপত্র শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। তবে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ লক্ষ করছেন যা সমাপনী থেকে উদ্ভূত। শিক্ষাক্রমের অতিরিক্ত চাহিদা, বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং ও প্রাইভেট পড়ার আধিক্য, নানা ধরনের প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা ও মা-বাবার অতিরিক্ত প্রত্যাশাই এই চাপ বাড়ার অন্যতম কারণ। আর পরীক্ষার্থীদের গাইড বই ও সাজেশন্সের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা বাড়ছে।

গবেষণার সুপারিশে বলা হয়েছে, শ্রেণিকক্ষে শিখনের মান বাড়ানোর জোর প্রচেষ্টা নিতে হবে। সমাপনী পরীক্ষায় উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক চরিত্রে পরিবর্তন আনাও একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকদের সহায়তা প্রদান, সম্মান ও ক্ষমতায়নের প্রতি জোর দিতে হবে। সমাপনী পরীক্ষাকে জাতীয়র পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এটিকে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ সবই হবে উপজেলা পর্যায়ে, যা জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগে পরিচালিত এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি এর আগে বেশ কয়েকটি উপজেলায় চালু ছিল।

রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'পিএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল প্রাথমিকের বৃত্তির সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু একটি বৈষম্য দূর করতে গিয়ে অনেক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। আসলে আমরা আমাদের শিশুদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছি কি না তাই এখন ভেবে দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

পিকেএসএফ ও ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, 'শিক্ষানীতিতে পিএসসি পরীক্ষা ছিল না। তার পরও নেওয়া হচ্ছে। আমাদের বাচ্চারা কি সারা জীবন পরীক্ষাই দেবে? আসলে পিএসসি পরীক্ষা নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের মন্ত্রী, সচিবদের যদি বদলি, জ্যেষ্ঠতা নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত থাকতে হয় তাহলে শিক্ষার মান নিয়ে কখন ভাববেন তাঁরা?'

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'এই রিপোর্ট আমাদের জন্য মূল্যবান পরামর্শ। আর রিপোর্টের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমিও একমত। তবে আমি মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই এই পরীক্ষা চলে আসছে। হয়তো শিক্ষার্থীদের ভালোর জন্যই তা চালু করা হয়েছিল। আর প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি না হওয়া পর্যন্ত এর পরিবর্তনও সম্ভব নয়। তার পরও আপনাদের (এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট) সাজেশন যদি সরকার গ্রহণ করে তাহলে পিএসসি বাতিলও হতে পারে। তবে আমি মনে করি না, দু-একটা সমস্যার জন্য পুরো পদ্ধতি বাতিল করা উচিত। তবে এই পরীক্ষা যদি শিশুদের জন্য অনিবার্য না হয় সেটা আলাদা কথা।'

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব মেহবাহ উল আলম, এডুকেশন ওয়াচের প্রধান গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ, উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য ড. এ মোস্তাক আর চৌধুরী প্রমুখ।